গঠনতন্ত্র

নারীপক্ষ

NARIPOKKHO

কেন্দ্রীয় দপ্তর:
নীলু স্কয়ার (৫ম তলা)
সড়ক ৫/এ, বাড়ি ৭৫, সাতমসজিদ রোড
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

ধারা ১। সংগঠনের পুরো নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা

নারীপক্ষ

NARIPOKKHO

কেন্দ্রীয় দপ্তর:

নীলু স্কোয়ার (৫ম তলা)

বাড়ী-৭৫, সড়ক- ৫/এ

সাত মসজিদ সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ধারা ২। কর্ম এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশ: ঢাকা মহানগরীর যে কোন স্থানে এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। বাংলাদেশে যেকোন স্থানে এর শাখা খোলা যাবে।

ধারা ৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) লক্ষ্য:

উপধারা (১) বাংলাদেশের নারী পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকার সম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গণ্য হবে;

উপধারা (২) নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

(খ) উদ্দেশ্য:

উপধারা (১) দেশব্যাপী নারী আন্দোলন শক্তিশালীকরণে নারীপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপধারা (২) সুনির্দিষ্ট ও ভিন্নধর্মী কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম অধিকার ও সম মর্যাদা অর্জনে নারীপক্ষ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(গ) সংগঠনের মূলনীতি:

(১) শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশা, ভাষা, সম্প্রদায়, যৌন পরিচিতি প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান;

(২) সংগঠনের কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র নিশ্চিত করণ;

(৩) বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার নারীকে শক্তিশালী সংগ্রামী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করা;

(৪) নিজের কথা নিজের মতো করে বলার জায়গা;

(৫) নারীপক্ষ ইহজাগতিক সংগঠন

(ঘ) সংগঠনের কার্যক্রম:

(১) পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণে প্রচলিত প্রথা ও চর্চাকে প্রশ্ন করা এবং পরিবর্তনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা;

(২) নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় নারী পুরুষের সম অধিকার ও নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ সুযোগ, সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া;

(৩) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন , নীতি ও কর্মসূচি সংশোধন, বিলোপে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাবনা প্রদান, জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা ও দেনদরবার করা;

(৪) সহিংসতার শিকার নারীকে সংগ্রামী নারী হিসেবে তৈরি হতে সহায়তা করা;

(৫) নারীপক্ষ'র সদস্যদের আত্মবিশ্বাস গঠনে ও নেতৃত্ব বিকাশে সহযোগিতা করা;

(৬) উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনমূলক কাজে যুক্ত নারীদের মধ্যে যোগাযোগ ও আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে তোলা ;

অনুমোদিত

ফাতেমা ... উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা / লালমাটিয়া, ঢাকা

গীতা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

(৭) উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমলে নেয়া, বিশ্লেষণ করা এবং করণীয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া ;
(৮) প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নারীপক্ষ'র চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটানো ;
(৯) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা ;
(১০) নারী সংগঠন তৈরীতে সহায়তা ও নারী সংগঠনসমূহের সাথে নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নারী আন্দোলন শক্তিশালী করা;
(১১) নারী আন্দোলনের আলোচনা ও কর্মসুচীতে বিভিন্ন শ্রেনী, পেশা ও বয়সের নারীর জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ, স্বীকৃতি ও প্রতিফলন নিশ্চিত করা ;
(১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংবেদনশীলতা ও মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি নির্মাণে নারীপক্ষ'র চিন্তা-চেতনার প্রসার করা।

(ঙ) কর্ম কৌশল:
(১) নারীর চিন্তা চেতনা এবং নারীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া;
(২) সদস্যদের নিয়মিত সভা;
(৩) দেশ বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, আলোচনা সভা, ফোরাম এবং সম্মেলন আয়োজন ও অংশগ্রহণ ;
(৪) স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সাংগঠনিক যোগাযোগ স্থাপন;
(৫) প্রচার পত্র প্রকাশনা;
(৬) প্রশিক্ষণ;
(৭) প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী গ্রহণ;
(৮) গবেষণা;
(৯) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(১০) তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও বিস্তৃতিকরণ;
(১১) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ;
(১২) দেনদরবার (Lobbing & Adocacy)

ধারা ৪। নিম্নতম সদস্য সংখ্যা।
সংগঠনের নিম্নতম সদস্য সংখ্যা হবে ৪০ জন।

ধারা ৫। সদস্যদের চাঁদা ও সঞ্চয়ের হার।
সদস্যরা মাসিক চাঁদা হিসেবে ২০/- টাকা প্রদান করবেন। ক্ষেত্রবিশেষে সদস্যকে মাসিক চাঁদা প্রদান থেকে আংশিক অব্যাহতি দেয়া যাবে।

ধারা ৬। সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :
(ক) সদস্য হতে হলে :
(১) বাংলাদেশী নারী হতে হবে।
(২) কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না।
(৩) বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে।

(খ) সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী:
উপধারা (১) প্রাথমিক সদস্য:

প্রাথমিক সদস্য হতে আগ্রহী নারীকে ন্যূনতম ৬ মাস নারীপক্ষ'র বিভিন্ন সভায়/কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। ৬ মাস পর নারীপক্ষ'র সদস্যপদ লাভে ইচ্ছুক নারী বাংলাদেশের যে কোন স্থান হতে প্রথমে জেলা কমিটির/আঞ্চলিক কমিটির কাছে সাদা কাগজে/ নির্ধারিত ছকে আবেদন করবেন। জেলা/ আঞ্চলিক কমিটি না থাকলে সরাসরি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির কাছে আবেদন করবেন। আবেদন অনুমোদন হলে তিনি প্রাথমিক সদস্যপদ পাবেন। প্রথম ৬

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভাপতি

মাস প্রাথমিক সদস্যদের নারীপক্ষ'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গ্রহন করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নির্বাহী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির।

উপধারা (২) সাধারণ সদস্যঃ

(ক) সাধারণ সদস্যপদের জন্য প্রাথমিক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অন্ততপক্ষে ৬ মাস পরে নির্বাহী পরিষদের কাছে সদস্যকে লিখিত আবেদন করতে হবে। নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাথমিক সদস্য সাধারণ সদস্যপদ পাবেন। অনুমোদন না দেয়া হলে প্রাথমিক সদস্য কমপক্ষে ৩ মাস পরে পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

(খ) নারীপক্ষ'র বা প্রকল্পের বেতনভুক্ত কর্মী থাকা অবস্থায় কোন প্রাথমিক সদস্য সাধারণ সদস্যপদ লাভ করতে পারবে।

ধারা ৭। সদস্যদের শ্রেনী বিভাগ :

প্রাথমিক সদস্য (২) সাধারণ সদস্য

উপধারা (১) প্রাথমিক সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্বঃ

(ক) সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মুল্যবোধ সম্পর্কে জানবে, বুঝবে ও চর্চা করবে;

(খ) সংগঠনের সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে;

(গ) নতুন ধারণা, চিন্তা, প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রস্তাবনা উপস্থাপন, তৈরী, গ্রহণ ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে;

(ঘ) দেশে ও দেশের বাইরে সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে ;

(ঙ) নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করা।

অনুমোদিত

ফাতেমা ... উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, লালমাটিয়া, ঢাকা জেলা

উপধারা (২) সাধারণ সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্বঃ

(ক) প্রকল্পসহ সংগঠনের সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে;

(খ) নতুন ধারণা, চিন্তা, বা কর্মসূচী প্রস্তাবনা উপস্থাপন, তৈরী, গ্রহণ ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে;

(গ) দেশে ও দেশের বাইরে সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে;

(ঘ) ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) সাধারণ সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে নিবার্হী পরিষদ গঠন করবে;

(চ) চাঁদা বাকী থাকলে সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;

(ছ) নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করা;

(জ) কোন সাধারণ সদস্য সংগঠনের বা প্রকল্পের কর্মী থাকা অবস্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে তবে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

ধারা ৮। সদস্য পদ বাতিল ও পুনরূদ্ধারের বিধি।

উপধারা (১) সদস্যপদ বাতিলঃ

নিম্নলিখিত যে কোন কারণে নির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ বাতিল করতে পারবেঃ

সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজে জড়িত থাকলে;

রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করলে;

মৃত্যু হলে;

পদত্যাগ করলে।

উপধারা (২) সদস্যপদ পুনরুদ্ধারঃ

প্রাথমিক ও সাধারণ সদস্য পদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া অনুযায়ী নতুন করে আবেদন করতে হবে।

শীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

ধারা ৯। বিভিন্ন কমিটির/পরিষদের প্রকারভেদ, গঠন প্রণালী ও কার্য সংক্রান্ত বিধি

উপধারা (১) নির্বাহী পরিষদ গঠন প্রক্রিয়া:

সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ৯, ১১, ১৩ কিংবা ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। সংগঠনের তালিকাভুক্ত সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবেন।

উপধারা (২) নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের নিয়মাবলী:

(ক) একজন সদস্য একনাগাড়ে দুই বারের বেশী নির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না;

(খ) পূর্ববর্তী নির্বাহী পরিষদের সভানেত্রী পদাধিকারবলে নতুন নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন;

(গ) সংগঠনের বা প্রকল্পের কর্মী থাকা অবস্থায় কোন সদস্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না ;

(ঘ) পরিষদ ৯ সদস্যের হলে সভানেত্রী ব্যতীত যে কোন ৩ জন সদস্য পূর্ববর্তী পরিষদ থেকে নির্বাচিত হবেন, বাকী ৫ জন নতুন সদস্য হবে। নতুন সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১ জন সদস্য যে কোন সময়ই নির্বাহী পরিষদের সদস্য হয়নি এমন সদস্য নির্বাচিত হবে এবং একজন ঢাকার বাইরের সদস্য হবে।

(ঙ) নির্বাহী পরিষদ ১১ সদস্যের হলে পূর্ববর্তী পরিষদের সভানেত্রী ব্যতীত ৪ জন সদস্য থাকবেন। বাকী ৬ জন পূর্ববর্তী পরিষদে ছিলেন না এমন সদস্য হতে হবে। ৬ জন সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১ জন সদস্য যে কোন সময়ই নির্বাহী পরিষদের সদস্য হয়নি এমন সদস্য নির্বাচিত হবে এবং ১ জন ঢাকার বাইরের সদস্য হবে।

(চ) নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যগণ পূর্বে সভানেত্রী ছিলেন এমন সদস্য ব্যতিত নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভানেত্রী, তিন জন সম্পাদক (আন্দোলন, প্রচার ও কর্মসূচি) এবং একজন কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবে।

(ছ) যে সব এলাকায় সংগঠনের সদস্য আছেন তাঁরা যদি জেলা কমিটি কিংবা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করেন তাহলে তাদের মধ্যে উপযুক্ত একজনকে তারা নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচন কিংবা মনোনয়ন করতে পারেন। দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় এর চূড়ান্ত নির্বাচন/মনোনয়ন করা হবে ;

(জ) নির্বাহী পরিষদের সভায় পরপর ৩ বার অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি প্রদান বা স্থগিত করতে পারবেন । নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদে নতুন সদস্য যুক্ত হবে।

উপধারা (৩) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি গঠন প্রক্রিয়া:

নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় ২ বছর মেয়াদী কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির সদস্য ৭, ৯ অথবা ১১ হতে পারে। এই কমিটি সাধারণত পূর্বতন কমিটির সদস্য, কখনও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হননি এ রকম সদস্য এবং নতুন নির্বাহী পরিষদের সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। সভানেত্রী পদাধিকার বলে এই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সকল প্রকল্প সমন্বয়কারী পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হবেন।

উপধারা (৪) কার্য সংক্রান্ত বিধি:

গঠনতন্ত্রের ৩ নং ধারায় গ এ উল্লেখিত সংগঠনের মূলনীতি অনুযায়ী কার্যসংক্রান্ত বিধি পরিচালিত হবে।

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

ধারা ১০। কমিটি /পরিষদের মেয়াদ।

(ক) নির্বাহী পরিষদ:

নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ২ বছর, তবে বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে তা দুই বছরের অধিক সময় কার্যকর থাকতে পারে। পরবর্তী নির্বাচিত পরিষদ তাদের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন পরিষদ কার্যভার চালিয়ে যাবেন। ইতোমধ্যে নির্বাহী পরিষদের কোন বিশেষ সদস্য কিংবা সম্পূর্ণ পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনাস্থা দেখা দিলে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্য মিলে তলবী সভা ডেকে পরিষদ বাতিল করতে পারেন।

(খ) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি:

কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির মেয়াদ ২ বছর, তবে বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে তা দুই বছরের অধিক সময় কার্যকর থাকতে পারে। পরর্বতী সমন্বয়কারী কমিটি তাদের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটি কার্যভার চালিয়ে যাবেন।

ধারা ১১। পরিষদ/কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

উপধারা (১) নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) সংগঠন পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে;

(খ) নির্বাহী পরিষদ সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন, বাস্তবায়ন এবং কর্মীদের সকল নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করবেন, যেমন: চাকুরীর বিধিমালা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;

(গ) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সুষ্ঠ পরিচালনা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুসারে গঠনতন্ত্রের উপ-ধারা প্রণয়ন করতে পারবেন। এই সকল উপ-ধারা বলবৎ থাকবে, যদি না সাধারণ সভায় গৃহীত উপধারাসমূহ বাতিল বলে গণ্য হয়;

(ঘ) সংগঠনের উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাহী পরিষদ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করবে এবং প্রয়োজনে উপ-কমিটি করতে পারবেন, যেমন: ব্যবস্থাপনা কমিটি, ক্রয় কমিটি, বাজেট কমিটি ও কর্মী নিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কমিটি;

(ঙ) প্রকল্প এবং বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি অনুমোদন, প্রকল্প বাজেট ও হিসাব পর্যালোচনা এবং অনুমোদন। ক্ষেত্রমত কমিটি গঠন করবে

(চ) নিরীক্ষক বাছাই ও হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে প্রেরণ ;

(ছ) এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ হয়নি এমন কোন বিষয় বা পরিস্থিতিতে নির্বাহী পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন, তবে তা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

(জ) সরকারের নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না তা দেখভাল করা ;

উপধারা (২) শুন্য পদ পুরণ:

নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত পরিষদের যেকোন শূন্যপদ নিজেরাই সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে পূরণ করতে পারবেন এবং যথাশীঘ্র সাধারণ সদস্যদের এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে, তবে একইসাথে দুইটির অধিক শূন্যপদ পূরণ করতে হলে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে।

উপধারা(৩) সভানেত্রী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন:

সাধারণ সভায় নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাহী পরিষদ সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজন সভানেত্রী ও তিনজন সম্পাদক নির্বাচন করবেন। এই তিনজন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন, যথা ১. আন্দোলন ২. প্রচার ও ৩. কর্মসূচি এবং একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন। উল্লেখ্য কোন সদস্য একবারের বেশী সংগঠনের সভানেত্রী হতে পারবে না।

অনুমোদিত

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

উপধারা (৪) সভানেত্রীর দায়িত্বঃ

সভানেত্রী নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংস্থার প্রধান। তিনি নির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্বার্থে নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের যাবতীয় কার্যকলাপ অর্থাৎ সংস্থার স্বার্থে ও উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ ও অবদান পর্যবেক্ষণ করবেন এবং তা খোলাখুলিভাবে নির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচনা করবেন। নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োগ তিনি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবেন। গৃহীত কার্যক্রম ও অনুমোদিত কর্মসূচির সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সভানেত্রী বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

উপধারা (৫) সম্পাদকবৃন্দের দায়িত্বঃ

(ক) সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে সম্পাদকবৃন্দ থেকে সভানেত্রীর মনোনীত একজন সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। চারজনই অনুপস্থিত থাকলে সভানেত্রী ও সম্পাদকমন্ডলীর নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য এই দায়িত্ব পালন করবে;

(খ) সম্পাদকবৃন্দ সভানেত্রীকে সকল কাজে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দিবে;

(গ) সম্পাদকবৃন্দ নারীর স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতিমালা পরিবর্তনে কর্মসূচি গ্রহণে সহযোগিতা করবে।;

উপধারা (৬) আন্দোলন সম্পাদক এর দায়িত্বঃ

(ক) আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করে নির্বাহী পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সভায় উপস্থাপন;

(খ) মানবাধিকার লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নারীপক্ষকে (সভানেত্রী, প্রচার ও কর্মসূচী সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য/কর্মী) অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নেতৃত্ব দেয়া;

(গ) নারীর স্বার্থবিরোধী ঘটনায় প্রতিবাদ করার জন্য নারীপক্ষসহ অন্য সংগঠনকে সংগঠিত করে নেতৃত্ব দেয়াঃ

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্দোলনের বিষয়টি যুক্ততা তদারকি করাঃ ;

(ঙ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া।;

উপধারা (৭) প্রচার সম্পাদক এর দায়িত্বঃ

(ক) বিভিন্ন ফোরামে নারীপক্ষ'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রচার নিশ্চিত করা;

(খ) বিভিন্ন কর্মশালা/ আলোচনা সভায় নারীপক্ষ'র অবস্থান তুলে ধরা;

(গ) সমমনা সংগঠনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নারীপক্ষ'র অবস্থান, কার্যক্রম ও শিখন সম্পর্কে অবহিতকরণ;

(ঘ) নারীপক্ষ'র বিভিন্ন প্রচার পত্র সরকারী বেসরকারী সংগঠনে বিতরণ/পৌছানোর ব্যবস্থা করা

(ঙ) গণ-মাধ্যম ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীপক্ষ'র বক্তব্য ও কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করা;

(চ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া;

(ছ) সংগঠনের সকল ধরণের প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করা।

উপধারা (৮) কর্মসুচি সম্পাদক এর দায়িত্বঃ

(ক) কর্মসূচী গ্রহণ করার যৌক্তিকতা ও সংগঠনের, আদর্শ এবং মূল্যবোধের সম্পৃক্ততা তুলে ধরা;

(খ) বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে যোগসূত্রিতা স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা;

(গ) প্রকল্পের প্রস্তাবনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং অনুদান সংগ্রহে নেতৃত্ব প্রদান;

(ঘ) প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে অন্যান্য সম্পাদকের সাথে আলোচনা করা;

(ঙ) সহযোগী সংগঠন মূল্যায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ;

(চ) সভানেত্রী ও প্রশাসনের সাথে যোগসূত্রিতা বজায় রাখা;

(ছ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া ;

(জ) বিভিন্ন ফোরামে নারীপক্ষ'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম প্রচার নিশ্চিত করা ;

উপধারা (৯) কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বঃ

(ক) কোষাধ্যক্ষ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের আলোকে খরচ করা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে মোতাবেক খরচের জন্যে পরামর্শ দেয়া;

(খ) সংস্থার বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় পেশ করা এবং সাধারণ সদস্যদের চাঁদা আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

(গ) ব্যাংক লেনদেনে এর ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সদস্যদের দুইজন যৌথ স্বাক্ষর দাতা হিসেবে কাজ করা- বাতিল

উপধারা (১০) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির দায়িত্বঃ

(খ) পূর্ববর্তী মাসের কর্মসূচি পর্যলোচনা করা এবং পরবর্তী মাসে কি কি কর্মসূচি হবে তার পরিকল্পনা করা;

(গ)বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে নারীপক্ষ'র প্রতিনিধিত্ব এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা;

(ঘ) বিভিন্ন কর্মসূচির বাজেট অনুমোদন করা;

(ঙ) প্রকল্পের যে বিষয়গুলো কর্মদলে সমাধান করা সম্ভব নয় সে বিষয়গুলো সম্পর্কে পরামর্শ/ সিদ্ধান্ত দেয়া ;

(চ) প্রাথমিক সদস্যপদ প্রদান করা;

(ছ) প্রাথমিক সদস্যদের নারীপক্ষ'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ;

(জ) বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, সুবিধাদি, ইত্যাদি বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখা;

(ঝ) সংগঠনের নেতৃত্ব ও ইস্যুভিত্তিক কাজের দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

(ঞ) নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়া;

(ট) অমীমাংশিত বিষয়গুলো নির্বাহী পরিষদে প্রেরণ।

অনুমোদিত

ফাতেমা জহুরা
উপ-পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
লালমাটিয়া, ঢাকা জেলা

ধারা ১২। সভার শ্রেণী বিভাগঃ

উপধারা (১) সাধারণ সভাঃ দুই বৎসর অন্তর একবার সাধারণ সভা বসবে। একে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বলা হবে, নির্বাহী পরিষদ সভার স্থান ও দিনক্ষণ নির্ধারণ করবেঃ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে।

(ক) সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করবে;

(খ) সংগঠনের পূর্ববর্তী দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন অনুমোদন;

(গ) সকল বাৎসরিক প্রতিবেদন অনুমোদন;

(ঘ) দ্বি-বার্ষিক বাজেট ও হিসাব অনুমোদন;

(ঙ) দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;

(চ) নিরীক্ষক নিয়োগ ;

(ছ) গঠনতন্ত্রের উপ-ধারা অনুমোদন বা বাতিল;

(জ) গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন;

(ঝ) বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দল গঠন ;

(ঞ) প্রকল্প কর্মদল গঠন ;

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

(ট) প্রশিক্ষণ দল ও ডকুমেন্টেশন দল তৈরী ;
(ঠ) নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী দুই বছরের সকল সভার তারিখ নির্ধারণ ;
(ড) সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হবে।
(ঢ) নির্বাচন
(ণ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে সাধারণ সভা ডাকবেন।

উপধারা (২) বার্ষিক আলোচনা সভাঃ

(ক) এক বৎসর অন্তর বার্ষিক আলোচনা সভা হবে;
(খ) সংগঠনের প্রকল্প এবং অন্যান্য কর্মসূচীর প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং হিসাব প্রতিবেদন উপস্থাপন করা;
(গ) চলতি বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আগামী এক বছরের পরিকল্পনা করা।

উপধারা (৩) নির্বাহী পরিষদ সভাঃ

(ক) প্রতি তিন মাসে একবার নির্বাহী পরিষদের বৈঠক বসবে। প্রয়োজনে নির্ধারিত তিন মাসের পূর্বেও নির্বাহী পরিষদ সভা ডাকা যাবে;
(খ) জরুরী পরিস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে নির্বাহী পরিষদ সভা ডাকা যাবে;
(গ) অর্ধেকের চেয়ে বেশী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

উপধারা (৪) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সভাঃ

(ক) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সভা মাসে দুইবার হবে;
(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ডাকবেন।

উপধারা (৫) বিশেষ সাধারণ সভা :

(ক) বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা হলে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হবে ;

(খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবেন। বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত দুই- তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যদের ভোটে গৃহিত হবে ;

(গ) এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে

উপধারা (৬) তলবী সভা :

(ক) নির্বাহী পরিষদের কোন বিশেষ সদস্য কিংবা সম্পূর্ণ পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনাস্থা দেখা দিলে পরিষদ বাতিলের উদ্দেশ্যে ডাকা সভাকে তলবী সভা বলা হবে ;

(খ) সাধারণ সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশ মিলিত ভাবে তলবী সভা ডাবতে পারবে ;

(গ) তলবী সভা আহবানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে ;

(ঘ) উপস্থিত সদস্যর অর্ধেকের ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হিসাবে গন্য হবে ।

অনুমোদিত

গীতা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

উপধারা (৭) মুলতবী সভা :

(ক) কোন সভার আলোচ্যসূচী অসমাপ্ত থাকলে তা আলোচনার জন্য উক্ত সভায়ই পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সভা মূলতবী ঘোষনা করে এবং সেই নির্ধারিত তারিখ পূর্বের সভার ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে পুনরায় করা সভাকে মূলতবী সভা বলা হবে। সাধারণত বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে মুলতবী সভার প্রযোজন পড়ে ;

(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ডাকবেন।

উপধারা (৮) বর্ধিত সভা :

(ক) কোন সভায় কোন বিশেষ বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ফোরাম বা কমিটির বাইরেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যুক্ত করে যে সভা হয় তা বর্ধিত সভা। মূলতবী সভায়ও আলোচ্যসূচী অসমাপ্ত থাকলে বর্ধিত সভা ডাকা হয় । সাধারণত বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে বর্ধিত সভার প্রয়োজন হয় ;

(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ডাকা হয় ।

ধারা ১৩। সভা আহ্বান ও নোটিশের মেয়াদ।

উপধারা (১) সাধারণ সভা:

(ক) সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে;
(খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে সাধারণ সভা ডাকবেন ।

উপধারা (২) বার্ষিক আলোচনা সভা:

(ক) কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে।

(খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে বার্ষিক আলোচনার সভা ডাকবেন।

উপধারা (৩) নির্বাহী পরিষদ সভা:

(ক) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবেন
(খ) কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে।
(গ) নির্বাহী পরিষদে পরবর্তী দুই বছরের সকল সভার তারিখ নির্ধারন করবে ।

উপধারা (৪) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সভা:

(ক) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সভা মাসে দুইবার হবে;
(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবে ।

উপধারা (৫) বিশেষ সাধারণ সভা:

(ক) বিশেষ সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিবে ;
(খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে ।

শীলা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

মাহমুদা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

উপধারা (৬) তবলী সভা:

(ক) সাধারণ সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশ মিলিত ভাবে তলবী সভা ডাকতে পারবে ;

(খ) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে ।

উপধারা (৭) মুলতবী সভা :

(ক) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে ।

(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবে ।

উপধারা (৮) বর্ধিত সভা:

(ক) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার বিশেষ/ অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে ।

(খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবে ।

ধারা ১৪। সভার কোরাম:

যেকোন সভার অর্ধেকের বেশী সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। বিশেষ সভার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে যেমন বিশেষ সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে ।

ধারা ১৫। সভায় উপস্থিতির ধরণ:

সকল ধরনের সভায় স্বশরীর উপস্থিতির পাশাপাশি বিশেষ ক্ষেত্রে কোরামের প্রশ্নে অনলাইনে সভায় যুক্ত হওয়া যাবে।

ধারা ১৬। নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন পরিচালনা

উপধারা (১) নির্বাচন কমিশন গঠন:

(ক) নির্বাহী পরিষদের সভায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে;

(খ) নির্বাচন কমিশন ৩ সদস্য বিশিষ্ট হবে। এর মধ্যে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন অন্য ২ জন সদস্য হবেন;

(গ) যিনি/যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তাঁদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে তাঁদের সাধারণ সদস্যপদ থাকতে হবে।

অনুমোদিত
ফাতেমা ...
উপ-পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
লালমাটিয়া, ঢাকা জেলা

উপধারা (২) নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব:

(ক) নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে ভোটার তালিকা ও ১৫ দিন পূর্বে নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে সকল সাধারণ সদস্যকে অবহিত করবে;

(খ) নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষনা করবে।

উপধারা (৩) নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

(ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে;

(খ) অনুপস্থিত সাধারণ সদস্য নির্বাচন ঘোষনার ধার্য্য সময়ের মধ্যে অনলাইনের বিভিন্ন মাধ্যম/ইমেল/মোবাইলে এসএমএস ইত্যাদির এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোট প্রদান করতে পারবেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখিত দলিল থাকতে হবে।

(গ) নির্বাচন প্রার্থী তালিকা থেকে কোন সদস্য নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চাইলে তা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেবে।

বীনা রায়
প্রকল্প সমন্বয়ক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

ধারা ১৭। আয়ের উৎস ও অর্থ খরচের বিধিঃ

উপধারা (১) তহবিলঃ

(ক) সদস্য চাঁদা;

(খ) সদস্যদের বিশেষ অনুদান;

(গ) সংগঠনের পক্ষে সদস্যরা অর্থ উপার্জনকারী কাজ করে সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধি করতে পারে;

(ঘ) যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন, দাতা সংস্থা ও সরকারের কাছ থেকে যে কোন পরিমান অর্থ অনুদান হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

(ঙ) সকল কাজের ক্ষেত্রে সদস্যরা সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী সম্মানী গ্রহণ করতে পারে;

(চ) সকল ধরনের চাঁদা ও অনুদান ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

উপধারা (২) অর্থ খরচের বিধিঃ

(ক) নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেক স্বাক্ষরকারী হিসেবে ৩ জন সদস্য থাকবেন এবং এর মধ্যে থেকে যে কোন ২ জনের স্বাক্ষরে টাকা তোলা হবে।

(খ) সংগঠনের হিসাব নির্দেশিকা অনুযায়ী হিসাব পরিচালনা করা হবে।

ধারা ১৮। ব্যাংকের হিসাব ও তহবিল পরিচালনাঃ

নারীপক্ষ'র নামে সংগৃহীত যে কোন অর্থের স্বত্বাধিকারী নারীপক্ষ সংগঠন হবে। বিভিন্ন স্তরে সংগৃহীত অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে পরিচালিত হবে।

(ক) যেখানে শাখা থাকবে সেখানে সংগৃহীত টাকার শতকরা ৬০ ভাগ উক্ত শাখা রাখবেন, এবং শতকরা ৪০ ভাগ জেলা কমিটিকে প্রদান করবেন।

(খ) জেলা কমিটি সেই অর্থের ২০ ভাগ রেখে অবশিষ্ট ২০ ভাগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করবে। জেলা কমিটি না থাকলে সম্পূর্ণ ৪০ ভাগ অর্থ সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করবে। প্রত্যেক স্তরে অর্থ তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রত্যেক স্তরে অর্থ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার কমিটির দু'জন সদস্য নিয়োজিত হবেন। নির্বাহী পরিষদের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অর্থের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবে।

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংগঠনের অধীনে পরিচালিত/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা হবে ।

ধারা ১৯। হিসাব নিরীক্ষাঃ

সাধারণ সভায় নিরীক্ষক নিয়োগ করা হবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিরীক্ষকগণের তুলনামূলক বিবরনী তৈরী করে যাচাই বাছাই করে নিয়োগ চুড়ান্ত করা হবে।

ধারা ২০। গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন (গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে)।

গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতিঃ

(ক) এ গঠনতন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় অনুল্লেখ রয়েছে তা উজ্জীবিত করার ক্ষমতা সাধারণ সভার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। সাধারণ সদস্যদের অর্ধেকের বেশী ভোটে গঠনতন্ত্রে যে কোন ধারা, উপধারার অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে;

(খ) বিশেষ যে কোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে যা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই এমন কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নির্বাহী পরিষদ অর্ধেকের বেশী সদস্যের উপস্থিতিতে সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

রীনা রায়
প্রকল্প সমন্বায়ক

নাজমা বেগম

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

তবে এ ক্ষেত্রে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে তা সংশোধিত, পরিমার্জিত,পরিবর্তিত বা সংযোজিত ধারা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ধারা ২১। জাতীয় ভিত্তিক সংগঠনের সাথে শাখা সমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র:

(ক) শাখা থেকে নির্বাহী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে;

(খ) শাখা থেকে কেন্দ্রে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাঠাবে;

(গ) জাতীয় পর্যায়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী সম্পর্কে শাখাকে অবহিতকরণ ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচী একযোগে পালন;

(ঙ) শাখায় সংগৃহীত টাকার শতকরা ৬০ ভাগ উক্ত শাখা রাখবে এবং শতকরা ৪০ ভাগ জেলা কমিটিকে প্রদান করবে;

(চ) জেলা কমিটি সেই অর্থের ২০ ভাগ রেখে অবশিষ্ট ২০ ভাগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করবে। জেলা কমিটি না থাকলে সম্পূর্ণ ৪০ ভাগ অর্থ সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটিকে প্রদান করবে;

(ছ) প্রত্যেক স্তরে অর্থ তহবিলের সম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং জেলা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবে;

(জ) প্রত্যেক স্তরে অর্থ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার কমিটির দুইজন সদস্য নিয়োজিত হবেন;

(ঝ) নির্বাহী পরিষদের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অর্থের হিসাব বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবে।

ধারা ২২। বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিধি:

সংগঠনের বিলুপ্তি:

(ক) সংগঠনের মোট সাধারন সদস্যের তিন চতুর্থাংশের সম্মতি নিয়ে একে বিলুপ্ত ঘোষনা করা যাবে এবং সংগঠনের সকল সদস্যকে জ্ঞাত করা হবে। বিলুপ্তির পর সংগঠনের কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে দেনা মিটিয়ে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন নিয়ে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা অন্য কোন সংগঠনকে দান করা যাবে। কোন সদস্যকে এই সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া যাবে না।

(খ) সাধারণ সদস্যদের দেয়া অনুমোদন লিখিত হতে হবে।

অনুমোদিত

রীনা রায়
প্রকল্প সম্পাদক

নাজমা বেগম
কোষাধ্যক্ষ

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী

গঠনতন্ত্র ধারা সংশোধন

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
০১	১ ঠিকানা	র‍্যাংগস নীলু স্কোয়ার (৫ম তলা) সড়ক- ৫/এ, প্লট ১,৩ ও ৫	সংশোধন নীলু স্কোয়ার (৫ম তলা) বাড়ী-৭৫, সড়ক- ৫/এ
০২	৩ (গ) মূলনীতি		সংযোজন (৫) নারীপক্ষ ইহজাগতিক সংগঠন
০৩	৩(ঘ) কার্যক্রম	বিয়োজন ৭) সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে চেতনাবোধ এবং জ্ঞান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া। ৯) নারীস্বাস্থ্য ও অধিকার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক গবেষণা করা। ১০) ব্যক্তি নারী ও নারী সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	সংযোজন (৭) উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমলে নেয়া, বিশ্লেষণ করা এবং করণীয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া ; (৯) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা (১০) নারী সংগঠন তৈরীতে সহায়তা ও নারী সংগঠনসমূহের সাথে নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নারী আন্দোলন শক্তিশালী করা; (১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংবেদনশীলতা ও মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি নির্মাণে নারীপক্ষ'র চিন্তা-চেতনার প্রসার করা।
০৪	৩(ঙ) কর্মকৌশল		সংযোজন (১১) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ; (১২) দেনদরবার (Lobbing & Adocacy)
০৫	ধারা ৪ নিম্নতম সদস্য সংখ্যা	সংগঠনের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা হবে ২১ জন।	পরিবর্তন সংগঠনের নিম্নতম সদস্য সংখ্যা হবে ৪০ জন (সরকারী নির্দেশনা মতে)
০৬	ধারা ৭ উপধারা ১	(গ) সাধারণ সদস্যদের অপারগতায় দেশে ও দেশের বাইরে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে;	সংযোজন (ক) সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মুল্যবোধ সম্পর্কে জানবে, বুঝবে ও চর্চা করবে; সংশোধন (ঘ) দেশে ও দেশের বাইরে সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে ;

অনুমোদিত
ফাতেমা জহুরা
উপ-পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
লালবাগ, ঢাকা

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
০৭	ধারা ৯ উপধারা ২ নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের নিয়মাবলী	(ঘ) নির্বাহী পরিষদ ৯ সদস্যের হলে সভানেত্রী ব্যতীত যে কোন ৩ জন সদস্য পূর্ববর্তী পরিষদ থেকে নির্বাচিত হবেন, বাকী ৫ জন নতুন সদস্য হবেন; (ঙ)নির্বাহী পরিষদ ১১ সদস্যের হলে পূর্ববর্তী পরিষদের সভানেত্রী ব্যতীত ৪ জন সদস্য থাকবেন। বাকী ৬ জন পূর্ববর্তী পরিষদে ছিলেন না এমন সদস্য হতে হবে; (চ)নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যগণ নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভানেত্রী, তিন জন সম্পাদক (কর্মসূচী, প্রচার ও প্রকল্প) এবং একজন কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন তবে সভানেত্রী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পূর্বে কখনই সভানেত্রী ছিলেন না এমন সদস্য মনোনায়ন করতে হবে; (জ)নির্বাহী পরিষদের সভায় পরপর ৩ বার অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি প্রদান বা স্থগিত করতে পারবেন।	সংযোজন (ঘ) পরিষদ ৯ সদস্যের হলে সভানেত্রী ব্যতীত যে কোন ৩ জন সদস্য পূর্ববর্তী পরিষদ থেকে নির্বাচিত হবেন, বাকী ৫ জন নতুন সদস্য হবে। নতুন সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১ জন সদস্য যে কোন সময়ই নির্বাহী পরিষদের সদস্য হয়নি এমন সদস্য নির্বাচিত হবে এবং একজন ঢাকার বাইরের সদস্য হবে। (ঙ) নির্বাহী পরিষদ ১১ সদস্যের হলে পূর্ববর্তী পরিষদের সভানেত্রী ব্যতীত ৪ জন সদস্য থাকবেন। বাকী ৬ জন পূর্ববর্তী পরিষদে ছিলেন না এমন সদস্য হতে হবে। ৬ জন সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১ জন সদস্য যে কোন সময়ই নির্বাহী পরিষদের সদস্য হয়নি এমন সদস্য নির্বাচিত হবে এবং ১ জন ঢাকার বাইরের সদস্য হবে। (চ) নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যগণ পূর্বে সভানেত্রী ছিলেন এমন সদস্য ব্যতিত নির্বাহী সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভানেত্রী, তিন জন সম্পাদক (আন্দোলন, প্রচার ও কর্মসূচী) এবং একজন কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবে। (জ) নির্বাহী পরিষদের সভায় পরপর ৩ বার অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি প্রদান বা স্থগিত করতে পারবেন । নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদে নতুন সদস্য যুক্ত হবে।
০৮	ধারা ১১ উপধারা ১ নির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:		সংযোজন (জ) সরকারের নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না তা দেখভাল করা ;
০৯	ধারা ১১ উপধারা ৫ সম্পাদকবৃন্দর দায়িত্ব:		সংযোজন (গ) সম্পাদকবৃন্দ নারীর স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতিমালা পরিবর্তনে কর্মসূচি গ্রহণে সহযোগিতা করবে।

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
১০	ধারা ১১ উপধারা ৬ আন্দোলন সম্পাদক এর দায়িত্ব:	বিয়োজন (গ) নারীর স্বার্থ বিরোধী আইন ও নীতিমালা পরিবর্তনে কর্মসূচী গ্রহণ;	সংযোজন (ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্দোলনের বিষয়টি যুক্ততা তদারকি করা ; (ঙ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া।
১১	ধারা ১১ উপধারা ৭ প্রচার সম্পাদক এর দায়িত্ব:	(ঙ) বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে নারীপক্ষ'র বক্তব্য ও কর্মকান্ড দৃশ্যমান করা।	সংশোধন (ঙ) গণ-মাধ্যম ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নারীপক্ষ'র বক্তব্য ও কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করা; সংযোজন (চ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া; (ছ) সংগঠনের সকল ধরণের প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করা ।
	ধারা ১১ উপধারা ৮ কর্মসুচি সম্পাদক এর দায়িত্ব:		সংযোজন (ছ) বিভিন্ন বিষয়ে নারীপক্ষ'র অবস্থান, নীতি ও চর্চা সম্পর্কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীকে স্পষ্ট ধারণা দেয়া ;
১৩	ধারা ১১ উপধারা ৯ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব:	বিয়োজন (গ)ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোষাধক্ষ ও সাধারণ সদস্য থেকে দুইজন যৌথ স্বাক্ষরদাতা হিসেবে কাজ করবেন।	
১৪	ধারা ১১ উপধারা ১০ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির দায়িত্ব:		সংযোজন (ঞ) নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়া; (ট) অমীমাংশিত বিষয়গুলো নির্বাহী পরিষদে প্রেরণ।

অনুমোদিত
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
১৫	ধারা ১২ উপধারা ১ সভার শ্রেণী বিভাগ:	(ট) প্রশিক্ষণ দল তৈরী;	সংশোধন প্রশিক্ষণ দল ও ডকুমেন্টেশন দল তৈরী ; সংযোজন (ড) সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হবে। (ঢ) নির্বাচন (ণ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে সাধারণ সভা ডাকবেন।
১৬	ধারা ১২ উপধারা ৫ বিশেষ সাধারণ সভা :		সংযোজন (ক) বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা হলে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হবে ; (খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবেন। বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত দুই- তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যদের ভোটে গৃহিত হবে ; (গ) এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ন হবে
১৭	ধারা ১২ উপধারা ৬ তলবী সভা	ধারা ১৫ স্থানান্তর **ধারা ১৫। তলবী সভার বিস্তারিত বিবরণ ও অনাস্থা প্রস্তাব।** (ক)সাধারণ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ মিলিত ভাবে তলবী সভা ডাকতে পারবেন; (খ)তলবী সভা আহবানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে; (গ)কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচীসহ দিনক্ষণ ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে; (ঘ)উপস্থিত সদস্যর অর্ধেকের ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গন্য হবে।	সংশোধন (ক) নির্বাহী পরিষদের কোন বিশেষ সদস্য কিংবা সম্পূর্ণ পরিষদ সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনাস্থা দেখা দিলে পরিষদ বাতিলের উদ্দেশ্যে ডাকা সভাকে তলবী সভা বলা হবে ; (খ) সাধারণ সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশ মিলিত ভাবে তলবী সভা ডাকতে পারবে ; (গ) তলবী সভা আহবানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে ; (ঘ) উপস্থিত সদস্যর অর্ধেকের ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গন্য হবে ।

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
১৮	ধারা ১২ উপধারা ৭ মুলতবী সভা		সংযোজন (ক) কোন সভার আলোচ্যসূচী অসমাপ্ত থাকলে তা আলোচনার জন্য উক্ত সভায়ই পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সভা মূলতবী ঘোষনা করে এবং সেই নির্ধারিত তারিখ পূর্বের সভার ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে পুনরায় করা সভাকে মূলতবী সভা বলা হবে। সাধারণত বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে মুলতবী সভার প্রয়োজন পড়ে ; (খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ডাকবেন।
১৯	ধারা ১২ উপধারা ৮ বর্ধিত সভা		সংযোজন (ক) কোন সভায় কোন বিশেষ বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ফোরাম বা কমিটির বাইরেও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যুক্ত করে যে সভা হয় তা বর্ধিত সভা। মূলতবী সভায়ও আলোচ্যসূচী অসমাপ্ত থাকলে বর্ধিত সভা ডাকা হয়। সাধারণত বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে বর্ধিত সভার প্রয়োজন হয় ; (খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি ডাকবেন।
২০	ধারা ১৩ সভা আহবান ও নোটিশের মেয়াদ উপধারা ১ সাধারণ সভা	(ক) দুই বৎসর অন্তর একবার সাধারণ সভা বসবে। একে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বলা হবে, বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা হলে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হবে। নির্বাহী পরিষদ সভার দিনক্ষণ ও স্থান নির্ধারণ করবে; (খ) সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সভার আলোচ্যসূচীসহ দিনক্ষণ ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে; (গ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে সাধারণ ও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবেন; (ঘ) নির্বাহী পরিষদ পরবর্তী দুই বছরের সকল সভার তারিখ নির্ধারিন করবে।	সংশোধন (ক) সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে এক মাস পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে; (খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে সাধারণ সভা ডাকবেন ।

অনুমোদিত

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
২১	ধারা ১৩ উপধারা ৩ নির্বাহী পরিষদ সভা		সংযোজন (গ) নির্বাহী পরিষদে পরবর্তী দুই বছরের সকল সভার তারিখ নির্ধারন করবে।
২২	ধারা ১৩ উপধারা ৫ বিশেষ সাধারণ সভা	(ক)বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সভা হলে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হবে; (খ)বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ড় দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যদের ভোটে গৃহীত হতে হবে; (গ)বিশেষ সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচীসহ দিনক্ষণ ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিতে হবে; (ঘ)এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।	পরিমার্জন (ক) বিশেষ সাধারণ সভার জন্য কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ দিবে ; (খ) সভানেত্রী নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামত নিয়ে বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে ।
২৩	ধারা ১৩ উপধারা ৬ তবলী সভা		সংযোজন (ক) সাধারণ সদস্যদের দুই- তৃতীয়াংশ মিলিত ভাবে তলবী সভা ডাকতে পারবে ; (খ) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে
২৪	ধারা ১৩ উপধারা ৭ মুলতবী সভা		সংযোজন (ক) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে। (খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবে।
২৫	ধারা ১৩ উপধারা ৮ বর্ধিত সভা		সংযোজন (ক) কমপক্ষে সাত (৭) দিন পূর্বে সভার বিশেষ/ অসমাপ্ত আলোচ্যসূচী সহ দিনক্ষন ও স্থান জানিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে। (খ) এই কমিটির সভা সভানেত্রী ডাকবে।
২৬	ধারা ১৫ সভায় উপস্থিতির ধরণ		নতুন সংযোজন সকল ধরনের সভায় স্বশরীর উপস্থিতির পাশাপাশি বিশেষ ক্ষেত্রে কোরামের প্রশ্নে অনলাইনে সভায় যুক্ত হওয়া যাবে।

ক্র. নং	ধারা	পূর্বতন	বর্তমান
২৭	ধারা ১৭ উপধারা ১ তহবিল:		সংযোজন (ঙ) সকল কাজের ক্ষেত্রে সদস্যরা সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী সম্মানী গ্রহণ করতে পারে; (চ) সকল ধরনের চাঁদা ও অনুদান ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।
২৭	ধারা ১৭ উপধারা ২ অর্থ খরচের বিধি:	(ক) নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেক স্বাক্ষরকারী হিসেবে কোষাধ্যক্ষসহ ৩ জন সদস্য থাকবেন এবং এর মধ্যে থেকে যে কোন ২ জনের স্বাক্ষরে টাকা তোলা যাবে;	সংশোধন (ক) নির্বাহী পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেক স্বাক্ষরকারী হিসেবে ৩ জন সদস্য থাকবেন এবং এর মধ্যে থেকে যে কোন ২ জনের স্বাক্ষরে টাকা তোলা হবে।

অনুমোদিত
ফাতেমা জোহরা
উপ-পরিচালক
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
লালমাটিয়া, ঢাকা জেলা।